# প্রাক্‌কথন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর (২০০৩) পর অদ্যাবধি তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে পর্যাপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বিষয়কগ্রন্থ আমার চোখে পড়েনি। সেই অসম্পূর্ণতাই আমার এইকাজে হাত দেবার চেতনামূল। এ পর্যন্ত তাঁর জীবন ও সম্পূর্ণ সাহিত্য নিয়ে কোন গবেষণা হয়নি। ছাত্রদশার একটি অসম্পূর্ণ ইচ্ছা থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে আমার এই গবেষণা। তখন আমি এম.এ. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ১৯৯৯ সাল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত বাংলা কথাসাহিত্যের আলোচনা চক্রে সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাসাহিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত উত্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিন একটি পাহাড়ী মেয়েকে প্রায় অস্তমিত রবির কিরণের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার আকুল আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। সেদিনের সেই পিঠে বোঝাবাহী অবনত মস্তকে চলমান মেয়েটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, কেউ তার পিঠের বোঝা না নিলে সে মাথা তুলে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য দেখবে কীভাবে? কে তার পিঠের বোঝা নেবে? অন্যের বোঝা কাঁধে নিয়ে নিরন্তর জগৎ ও জীবনের কথা বলেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর বোঝা বহনের প্রকৃতি অন্বেষণের উৎস সেটাই।

এই বিস্তৃত পর্যালোচনার তত্ত্বাবধান এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও প্রফেসর ড: মঞ্জুলা বেরা। গবেষণা তত্ত্বাবধানের কাজে তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, অসম্ভব পরিশ্রমের সামর্থ্য এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দানের অকৃপণমন অনেক সময়েই আমাকে বিস্মিত করেছে। তাঁর অদম্য প্রেরণা ও উৎসাহ আমার জীবনের মূল্যবান প্রাপ্তি। তাঁর দৃঢ় মুষ্ঠিতে ধরে থাকা রাশ আমাকে অনেক সময় প্রায়চ্যুত অবস্থান থেকে ঠিক পথে চালিত করেছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

বাংলা বিভাগের অন্যান্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণও অনেক সময় নানা পরামর্শ ও উপদেশ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমাকে প্রয়োজনীয় বই-পত্র সরবরাহ করেছে কলকাতা দে'জ পাব্‌লিকেশনের কর্মীবৃন্দ। ওঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিভিন্ন সময় খোঁজখবর নিয়ে উৎসাহ দিয়েছেন আমার ভাতৃপ্রতিম বাঁকুড়া পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়ের সহ: অধ্যাপক ড: নরেন্দ্রনাথ রায় ও আমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রঞ্জন রায়, ওঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমাকে প্রয়োজনীয় বই-পত্র সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছেন মুখ্যত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, দিনহাটা শহর গ্রন্থাগার ও অন্যান্য গ্রন্থাগারের মাননীয় গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। তাঁদের কাছে আমি ঋণী। আমার সমস্ত কাজটি এডিটিং করে সহযোগিতা করেছে কোচবিহার, বামনপাড়া নিবাসী স্নেহের ওঙ্কার পাল (বাবাই)। ওকে আমার আন্তরিক

শুভেচ্ছা। এছাড়াও আমার পরিবার পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য ব্যক্তি যারা আমাকে এ কাজের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরও আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আশৈশব শিক্ষাবিষয়ক কাজের প্রেরণা দিয়ে এসেছেন পিতৃদেব স্বর্গীয় হরেন্দ্রনাথ রায়ের সহধর্মিণী আমার পরম পূজনীয়া স্বর্গীয়া সরলা রায়। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ-প্রণাম।

আগাগোড়া তাগিদ দিয়ে এসেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মহাশয় মৃণাল কান্তি রায় ও শ্রদ্ধেয়া শ্বাশুড়ী মহাশয়া সুনীতি রায় - তাঁদের প্রণাম জানাই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছে আমার সহধর্মিণী সোমা রায়। কোচবিহার উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার গুরুদায়িত্ব পালনের সঙ্গে পরিবারের সিংহভাগ বোঝা নিজের কাঁধে বহন করেও নির্লিপ্তভাবে দিনের পর দিন সে আমাকে পড়াশুনার পরিবেশ তৈরী করে দিয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ব্যাপী আমার কাছ থেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ আব্দার পূরণে বঞ্চিত ছিল আমার স্নেহের সাত বছরের কন্যা কৃষ্টি। ওকে আমার আদর জানাই।

ডিসেম্বর - ২০১২
বামন পাড়া, পশ্চিম খাগড়াবাড়ী রোড
কোচবিহার- ৭৩৬১০১

গবেষক
**শিবু রায়**